সংবাদ

তারিখ : 7 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৩ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের উপক্রম

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নতুন করে অর্থ বরাদ্দ না করায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এতে করে রংপুরসহ সারা দেশে প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অর্থের অভাবে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ না করায় তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ৩২ হাজার শিক্ষক গত ৩ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। তারা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম এই প্রকল্পের অধীনে শিশুদের কোরান শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য সারা দেশে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১৯৯৩-৯৫ দুই বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৫ কোটি ৯৯ লাখ ৩২ হাজার টাকা। এ জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় দেশের প্রায় ৭৫ হাজার শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা। দুই বছরে এই প্রকল্প অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ হাজার বেশি অর্থাৎ প্রায় ৯৫ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ১৯৯৬ ২০০০ এই ৪ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৩৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এ জন্য প্রায় সোয়া ১১ লাখ শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে, শিক্ষাদানের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। প্রায় সাড়ে ৭ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়।

এদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সফলভাবে সমাপ্ত হবার পর দুই পর্যায়ে কার্যক্রমে সফলতার প্রেক্ষিতে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইএমডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্তঃ মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটি সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়নের সুপারিশ করলে জুলাই ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রকল্পের মেয়াদ আবারও ৫ বছর বৃদ্ধি করে। সে অনুযায়ী ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৯৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এবার সারাদেশে ১২ হাজার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান এবং ৭০৪টি মডেল ও জীবনব্যাপী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে আবারও প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বাড়িয়ে ২০০৬-২০০৮ দু'বছর মেয়াদি প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বরাদ্দ করা হয় ২১৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে ৩ মাস ধরে প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের জন্য কোন বরাদ্দ প্রদান না করায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ৩ মাস অতিবাহিত হবার পরও কোন বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বই ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের শিক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদানের বিষয় হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, আরবী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ধর্মীয় সচেতনতা শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি।

এদিকে মসজিদ ভিত্তিক এই শিক্ষা সামাজিকভাবে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। এর মাধ্যমে শিশুরা প্রাক প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এতে করে গ্রামাঞ্চলে স্কুলগামী শিশুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কোন ঘর বা জমি বা আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। মাত্র ১ জন শিক্ষক প্রয়োজন হয়। সেই সঙ্গে মাথাপিছু শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় হয় মাত্র ৩৮৩ টাকা।

এ ব্যাপারে এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন শিক্ষক জানান, ৪/৫ বছর বয়সী একজন শিশু শিক্ষার্থী জীবনের শুরুতেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও উন্নত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। সেই সঙ্গে সারা দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৩২ হাজার শিক্ষকের। এর মধ্যে ২ হাজার মহিলা। এদের বেশির ভাগই মসজিদের ইমাম ও শিক্ষিত বেকার নারী ও পুরুষ। তারা জানায়, এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা জঙ্গি দমনে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি , ইপিআই কর্মসূচি , মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষ রোপন, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সহ সরকারেরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এদিকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন যেমন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তেমনি ৩২ হাজার শিক্ষক বেতন না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তাদের বেশির ভাগের সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে।

বর্তমানে প্রকল্পের ৫ম পর্যায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে. এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দ পেলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হবে।